চিরন্তন মাতৃত্বের আলোকে
টরন্টোতে দূর্গা (তারাদেবী) পূজা উদযাপন এবং ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ
সোনা কান্তি বড়ুয়া

টরন্টো, ০৯ অক্টোবর, ২০০৮; যথাযোগ্য বিশ্বমৈত্রীর মর্যাদায় ও উৎসব মুখর পরিবেশে বিগত ৯ই অক্টোবর বুধবার বিজয়া দশমী মহাসমারোহে উদযাপিত হয়েছে। টরন্টো সহ উত্তর আমেরিকায় শারদীয়

দূর্গাপূজা উপলক্ষে বাংলা ভাষাভাষি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সন্মিলিত মিলন মেলায় উচ্চারিত হয় "আমরা সবাই বাঙালি।" ধর্মের অর্থ সব কিছু (মনের লোভ দ্বেষ মোহ জয় করে) সত্য ধারন করার শক্তি। ধর্মকে মানুষ সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে সুখ এবং অসদ্ব্যবহার করলে দুঃখ সৃষ্ঠি হয়। ধর্ম মানব জাতির আশির্বাদ হলে ধর্মের নামে আজ ও রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না কেন? এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রাহ্মণ মাফিয়ারা (দেশের জামায়াত) ভারতীয় জনগণের মৌলিক অধিকার সহ সকলের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্বাধীন জীবিকা, বাসস্থান, সুযোগ, সমতা, রক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল।এই দুঃখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন,

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

বিধাতার রুদ্ররোষে দূর্ভিক্ষের ধারে বসে,
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান। ”

অহিংসা পরম ধর্ম আজকের রাজনীতির নেতারা উপলব্ধি করতে পারছেন বলে মনে হয় না। কারন ধর্মের রসের হাঁড়িতে রাজনীতি মিলে মিশে বিষক্রিয়া হয়। তাই ধর্মকে দিয়ে রাজনীতির ফাযদা লুটতে গিয়ে ভারতের ‘ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মাফিয়া’ বৌদ্ধধর্মকে দখল করার পর মন্দিরে রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
পবিত্র দূর্গা পূজায় বৌদ্ধদের প্রজ্ঞাপারমিতা বা তারাদেবীকে ব্রাহ্মণদের দেবী দূর্গা করার নানা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ইতিহাসে বিদ্যমান। বৌদ্ধ পাল রাজগণের পৃষ্টপোষকতায় (১) উড্ডীয়ান (২) কামাখ্যা

(৩) শ্রীহট্ট ও (৪) পূর্ণগিরির চারটি পীঠস্থানে একটা করে বজ্রযোগিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
মহাপণ্ডিত অতীশ দীপংকরের জন্মস্থান বিক্রমপূরের তদানিন্তন বজ্রযোগিনী নামক নগরে এবং তিনি তারাদেবী (দূর্গা) সম্বন্ধে মহামূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।
চর্যাপদের ১৭ নম্বর চর্যায় আমরা পড়েছি, "নাচন্তি বাজিল, গান্তি দেবী, বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই। অর্থাৎ বজ্রাচার্য নাচেন, দেবী গান করেন। এই ভাবে বুদ্ধ নাটক সমাপ্ত হয়।" মহাবোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের পূজারিনী পত্নীর নাম তারাদেবী বা প্রজ্ঞাপারমিতা।

সকল ধর্মই পূজনীয়। কিন্তু ধর্মের রসের হাঁড়িতে রাজনীতি যুক্ত হলে বিষক্রিয়া হয়। তেমনি বুদ্ধবিরোধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শিবের নাম পর্যন্ত বেদে না থাকলে ও দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধদের

অবলোকিতেশ্বরকে শিব এবং বোধিসত্ত্ব তারাদেবীকে (চীনাভাষায় কুয়ান হিন ও জাপানি ভাষায় কান্নোন সামা) হিন্দুদের কালী এবং দূর্গাদেবীতে বিলীন করে শিব পুরাণ (সহ বিভিন্ন পুরাণ সাহিত্যের উৎপত্তি) রচিত হয়। ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিনাশে ব্রাহ্মণ মাফিয়া চক্রের হাত আছে এবং তাদেরকে বলতে হয় হে ব্রাহ্মণ, "সারা জাঁহা সে
আচ্ছা হ্যায় হিন্দুস্থান তোমারা।"
ঢাক পিটিয়ে সম্প্রীতি হয় না। যেখানে হওয়ার, হয় নীরবে। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষাত্রিয় সমাজের প্রতিবাদে অবতার পরশুরাম তার কঠোর কুঠার নিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় যদি প্রতিবাদ করে, উক্ত প্রতিবাদকারি সমাজকে হিংস্র ব্রাহ্মণেরা ধূলার সাথে মিশিয়ে দেবে। তাই বৌদ্ধদের সবকিছু আত্বস্থ করে ও শৈবতন্ত্রে বর্ণিত ব্রাহ্মণ্যবাদের সৃষ্টির রহস্য

বৌদ্ধ শূন্যবাদের কার্বন কপি বললেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ তিনি তাঁর রচিত 'মধ্যযুগে গৌড়' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "কমলাকরের পুত্র শঙ্কর রচিত তারাতন্ত্রে বৌদ্ধদের মহাচীনতন্ত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, বেদে তন্ত্রের স্থান নেই। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে মহাশক্তির আবাহন করা সম্ভব নয়। ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ সেরূপ চেষ্টা করায় দেবী স্বশরীরে তার সম্মুখে আর্বিভূত হয়ে মহাচীনে যেতে আদেশ দেন। হিমালয় পার হয়ে সেখানে গিয়ে বশিষ্ঠ দেখেন, বুদ্ধ তন্ত্র সাধনায় রয়েছেন। বুদ্ধই আদি তান্ত্রিক।" এখনও মাঝে মাঝে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্নস্থানে হঠাৎ করে আবিস্কার হয়, যেন এক একটা হাড়গোড়ের ধ্বংসস্তূপ এক রহস্যময়। অন্ধকার গহ্বর থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের নামে নিপীড়ন বৌদ্ধজাতিকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে। এমনকি বৌদ্ধদের পায়ের নীচের জমিকে ব্রাহ্মণ মাফিয়ারা লুট করে নিয়ে হিন্দুধর্মের সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। এভাবে অগ্নিপুরাণ, বায়ূপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ সহ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাহিত্য এবং গল্পে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার অতি কুৎসিত ও ঘৃণিত পরিবেশে

সম্রাট অশোকের বিজয়দশমী পালন বন্ধ করা হয়। ২৩০০ বছর পর স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতা এবং ভারতের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ডঃ আম্বেদকর উক্ত সম্রাট অশোকের বিজয় দশমী দিবসে পাঁচলক্ষ অনুগামী সহ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইতিহাস অনুরূপ ঘটনা বার বার আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে পুরীর জগন্নাথের মধ্যে যে ব্রক্ষবস্তুটি গুপ্ত আছে, সেটিই ভগবান বুদ্ধের নির্বান রসগ্রাহী মহাদন্ত ধাতু (দাঁত)। কানিংহাম, হান্টার, ফার্গুসন প্রমুখ পন্ডিতদের মতে বুদ্ধের নাম হলো জগন্নাথ, ধর্মকে বলা হলো হিন্দুর শুভদ্রা এবং সংঘকে বলরাম নামে ফতোয়া জারি করে।

সম্প্রতি হিন্দু পত্রিকার ম্যাগাজিন ফ্রন্ট লাইনে (জুন ১৫, ২০০৭) প্রকাশিত হেড লাইন ছিল, আজ ও লক্ষ মানুষ ভারতীয় বৌদ্ধ পরিষদের জম্বুদীপ ট্রাষ্ট এবং ত্রিলোক বৌদ্ধ মহাসংঘের দীক্ষা কমিটি ভারতের নাগপুর শহরের দীক্ষাভূমিতে মহাসমারোহে সংবিধান প্রণেতা স্বর্গীয় ডঃ ভীমরাহ আম্বেদকরের (১৮৯১- ১৯৫৬) বৌদ্ধধর্মে

দীক্ষা গ্রহণের ৫০ বর্ষপূর্তি গোল্ডেন জুবলি মহোৎসব এবং সম্রাট অশোকের ঐতিহাসিক বিজয়া দশমী মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। চীন, তিব্বত, ভুটান, নেপাল, মায়ানমা, লাওস, কম্বোডিয়া, মঙ্গোলিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, কোরিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি, সিঙ্গাপুর, সহ ২২টি দেশ থেকে বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ উক্ত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা মহোৎসবে যোগদান করেছেন।

উক্ত গোল্ডেন জুবলি সম্মেলনের আলোচনা সভার আলচ্য বিষয় ছিল : (১) ভারতের বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি এবং ব্রাহ্মণ মাফিয়ার গভীর ষড়যন্ত্রে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংস সাধন। (২) সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর মহাসমারোহে বিজয় দশমী পালনে সোণালী যুগের ইতিহাসের পর্যালোচনা। (৩) স্বর্গীয় ডঃ আম্বেদকর ভগবান বুদ্ধের শরণ নিতে সম্রাট অশোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্রাট অশোকের মহা (৪)বিজয়া দশমীতে লক্ষাধীক অনুগামী সহ বৌদ্ধধর্মে ত্রিশরণ গ্রহণ করে দীক্ষা নেন। (৪) আধুনিক ভারত সহ বর্তমান হিংসা উন্মত্ত বিশ্বে

বৌদ্ধধর্মের প্রয়োজনীয়তা এবং বুদ্ধধ্যানের মূল্যায়নের গবেষণা এবং প্রবন্ধ পাঠ। (৫) বিশ্বশান্তির কামনায় বৌদ্ধধ্যান ি শবির অনুষ্ঠান এবং বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হোক শীর্ষক বিশ্বমৈত্রী ভাবনার উদ্ঘাটন করে উপস্থিত বৌদ্ধজনতা ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহনে দানশীল ভাবনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সভাশেষে উক্ত দীক্ষাভূমিতে প্রবাদপ্রতীম বোধিসত্ত্ব স্বর্গীয় ডঃ আম্বেদকরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে পুস্পার্ঘ নিবেদন করেছেন বৌদ্ধজগতের বিশিষ্ট বৌদ্ধনেতা এবং তিব্বতের রাষ্ট্রপ্রধান মহামান্য দালাইলামা। আমাদের আশা একবিংশ শতাব্দির উষা লগ্নে বিশ্ববাসি আলোকিত হয়ে উঠুক বুদ্ধের বিশ্বপ্রেম এবং বিদর্শনে।

হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা থেকে রেহাই পেতে ডঃ আম্বেদকর তিনি তাঁর পাঁচলক্ষ অনুগামী সহ ১৯৫৬ সালে ১৪ই অক্টোবর নাগপুর শহরে সম্রাট অশোকের ঐতিহাসিক বিজয়া দশমী দিবসে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। তখন থেকে প্রতি বছর ভারতের নব দীক্ষিত বৌদ্ধগণ বিশ্ববৌদ্ধ জগতের প্রতিনিধি সহ উক্ত দীক্ষাদিবস মহাসমারোহে পালন করে

আসছেন। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্ম আজও বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ মাফিয়া দ্বারা বৌদ্ধ হত্যাযজ্ঞের রক্তাক্ত বিবরণ ইতিহাসে লেখা আছে। কেবল মাত্র উপমহাদেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে বৌদ্ধ ভারতের অত্যাশ্চর্যের দু'টি নাম :অতীতের সম্রাট অশোক (২৩০০ বছর আগে) এবং আজকের ভারতরত্ন ডঃ আম্বেদকর (১৮৯১- ১৯৫৬) ! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দুধর্মে বর্ণভিত্তিক সমাজে অস্পৃশ্য ঘরে জন্ম গ্রহণ করে আম্বেদকর অশৈশব বর্ণ হিন্দুদের লৌহকপাটের কাছ থেকে ভোগ করেছিলেন চরম ঘৃণা আার লাঞ্ছনা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। অথচ আম্বেদকর পৃথিবীর তিনটি বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও নিম্নবর্ণে জন্মানোর অপরাধে তাঁরই যদি লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়, তা'হলে ব্রাহ্মণ মাফিয়ার বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থা যে হিন্দু সমাজের এক চরম বিষবৃক্ষ, তা বুঝতে অসুবিধা হয়না। মহাত্মা গান্ধী নিম্নবর্ণের জনতা সহ আম্বেদকরকে হরিজন আখ্যা দেবার পরও আম্বেদকর ঐ জাতপাতের ব্যাধি নিরসনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ছিলেন। ১৯৫৬ সালে ১৪ই অক্টোবর তাঁর মৃত্যুর

মাত্র তিপ্পান্নদিন আগে পাঁচ লক্ষ অনুগামী সঙ্গে নিয়ে নাগপুরে এক ঐতিহাসিক মহতী অনুষ্ঠানে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সম্প্রতি টরোন্টোর শ্রীলংকার বৌদ্ধমহাবিহারের প্রধান অধ্যক্ষ মাননীয় রত্নশ্রী মহাথেরো কানাডার প্রতিনিধি হয়ে উক্ত দীক্ষাদিবস সম্মেলন এবং সম্রাট অশোকের মহা বিজয়া দশমীতে অংশগ্রহণ করতে নাগপুর গমন করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সম্রাট অশোকের মৃত্যুর কয়েক বছর পর ব্রাহ্মণ মাফিয়ার গভীর ষড়যন্ত্রের সাথে মগধের সেনাপতি পুষ্যমিত্রের বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে অভ্যুত্থান ছিল পুরোপুরি সামরিক বিপ্লব। পুষ্যমিত্র সহ ব্রাহ্মণ মাফিয়া বৌদ্ধদেরকে ধ্বংস করতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং পালি বর্ণমালা (ব্রাহ্মী বা অশোক শিলালিপির ভাষা) নিষিদ্ধ করে দেবনাগরি বর্ণমালায় বৌদ্ধ ত্রিপিটক সহ মহাযান সাহিত্যের সকল গ্রন্থ পালিভাষা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়। ব্রাহ্মণ মাফিয়ারা পালিভাষাকে ধ্বংস করে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য অধ্যয়ণে বাধ্য করা হয়। অবশেষে দীর্ঘ ছত্রিশ বছর রাজত্বের পর ১৫০ খৃঃ পূর্বাব্দে পুষ্যমিত্রের মত্যু হলে তার পত্নী বিদিশার গর্ভজাত পুত্র অগ্নিমিত্র পাটলিপুত্রের

সিংহাসন আরোহণ করে। তারপর ব্রাহ্মণ মাফিয়া রাতারাতি বৌদ্ধজাতির বিলোপ সাধনের পরিকল্পনা করে কন্যাকুমারী থেকে কাস্মীর পর্যন্ত বৌদ্ধহত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বৌদ্ধতীর্থস্থান সম্মুখে প্রবেশ নিষিধ ঘোষণা করে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অষ্টমশতাব্দিতে দিনের পর দিন শঙ্করাচার্য এবং তার দল সম্মিলিতভাবে ত্রিশূল দিয়ে সর্বত্র বৌদ্ধভিক্ষু সহ নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ভারতে ভগবান বুদ্ধ ও সম্রাট অশোকের বিরুদ্ধে মনুসংহিতা, নীল কণ্ঠের প্রায়শ্চিত্ত ময়ূখ, অপরক স্মৃতি ও বৃদ্ধ হারীতের বক্তব্য হলো, "যারা বৌদ্ধজনকে স্পর্শ করবে তাদের স্নান করতে হবে।"

সমাপ্ত

পার্লামেন্টে যেতে বাঙালির স্বপ্ন

সোনা কান্তি বড়ুয়া

কানাডার রাজনীতির শতদ্বার করিতে উন্মোচন,

কে পারিবে জনতার ভোট নিয়ে পার্লামেন্টে পদার্পন?
সময় পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর সম্পাদক আলমগীর হুসাইন
শতাব্দীর উপহার নিয়ে স্বপ্নের ফুল ফোটবে আসছে ভোটের দিন ।
ঈদের দোয়ার পর বিজয়ের বিজয়া দশমী সমাগত প্রায়,
বাঙালি অবাঙালি ভোট দেবে তাঁকে আন্তরীক প্রীতি ও শুভেচ্ছায়।
ভোট চাই ভোট চাই আলমগীর ভাইয়ের জন্য ভোট চাই;
গায়ের রঙ সাদা কালো বাদামি বা হলুদ - কোন আপত্তি নাই।
এসো বাঙালি ভাই বোন মিলে মিশে এক হই।
হারি জিতি নাহি লাজ, ভোটে দাঁড়ানো কি সহজ কাজ?

দুরূহ কাজে আলমগীর ভাইয়ের কঠিন পরিচয়,
এইভাবে দেশ - জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সুনিশ্চিত হয়।
পায়ের তলায় মাটি রাখতে আমাদের লোক পার্লামেন্টে মেম্বার হবে
আজ না হয় কাল নয়তো বা পরশু বাঙালি পার্লামেন্টে বসবে।
কবিতা ও সাহিত্যের কত কথা, কত হাঁসি গান,
জনঅরণ্যে রাজনীতির বাস্তবতা মহামূল্যবান।
বাঙালি কমিউনিটিতে সমিতি ক্লাব পরিষদ যত বিরাজমান,
প্রবাসে আনন্দ নিতে হিংসা দ্বেষ অহমিকায় যেন নই মুহ্যমান।
কানাডা সহ ড্যানফোর্থের পথে পথে বাঙালির যাওয়া আসা

অন্তরে বাংলাদেশ জাগ্রত থাকে মনে মনে কত আশা।
ঈদের বাঁকাচাঁদ আকাশে মনে পড়ে জনমভূমি কানাডার
কানাডার নাগরিক আজ আমরা নমি বিজয়া দশমী।

১৬